আজকের কাগজ 155

04 AUG 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

(২০)

ফাঁস হওয়া, ফেঁসে যাওয়া এবং ফ্যাসাদে পড়া

বেলাল মোহাম্মদ

প্রসঙ্গ কুমিল্লা বোর্ডের এস-এস-সি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া। এই অপকর্মের জন্যে কেউ-না-কেউ দায়ী হবে বা ফেঁসে যাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে ফ্যাসাদে পড়লো একান্তভাবে নির্দোষ পরীক্ষার্থী বন্ধুরা, যারা অবশ্যই সংখ্যাগুরু। এ যেন 'একে নষ্ট সবে দুঃখ পায়' প্রবচনের প্রত্যক্ষ উদাহরণ। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কারণে একমাত্র বাংলা পত্র ছাড়া আর সব বিষয়ের পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। একবার ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের জন্যে পিছিয়েছিল এই পরীক্ষা। উপদ্রুত অঞ্চলের পরীক্ষার্থীরা বই পুস্তক হারিয়ে, জানমাল হারিয়ে দুর্ভোগ পোহালো অনেক। সবকিছু সামলে নিয়ে পরিবর্তিত তারিখে পরীক্ষার খাতায় প্রশ্নোত্তর লিখতে বসলো। লিখলোও সাধ্যমতো অধীত বিদ্যা খাটিয়ে বাংলা, ইংরেজি ও গণিত অবধি। তখন রটলো, কে বা কারা প্রশ্নপত্র ফাঁস করেছে। অমনি 'মড়ার ওপর খাড়ার ঘা'-নির্দোষ পরীক্ষার্থীদের খাতাগুলোও হলো বাতিল। কুমিল্লা বোর্ডের অধীন এক লক্ষ ত্রিশ হাজার দু'শ চল্লিশ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে অধিকাংশই প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা উপদ্রুত এবং সদ্য সদ্য ক্ষয়ক্ষতি কিছুটা কাটিয়ে উঠেছে। অধিক সংখ্যকের এই অপ্রস্তুতির মুখে স্বল্প সংখ্যক পরীক্ষা-অপরাধীর কিন্তু লাভ হয়ে গেলো। বাংলা, ইংরেজি ও গণিতের পরীক্ষার দিনগুলোতে যারা নকল ধরা পড়ায় বহিষ্কৃত হয়েছিল, পরীক্ষা বাতিল বা স্থগিত হওয়ায় পরবর্তী নির্ধারিত তারিখে তারাও পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পাবে।

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার বিষয়টি নিশ্চয় নয় অভিনব। এবারেই শুধু এটি ঘটেনি। বরং একই বোর্ডের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছিল গত বছরেও। এবারের ঘটনাকে বলা যায়, একই ঘটনার হুবহু পুনরাবৃত্তি। ১৯৯০ সালেও এমনি প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে কয়েকটি বিষয়ের পরীক্ষা স্থগিত বা বাতিল হয়েছিল। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা প্রকাশ পেয়েছিল চট্টগ্রাম শহর, নোয়াখালী ও কুমিল্লার কয়েকটি পরীক্ষা কেন্দ্রে। ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রগুলো মূল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে আংশিক সংগতিপূর্ণ লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

এ ধরনের ঘটনার উপলক্ষে তদন্ত কমিটি নিয়োগ চিরাচরিত রীতি। সেবারেও এর অন্যথা হয়নি। কিন্তু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধীদের সনাক্ত বা শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল কি না, জানা যায়নি। এ প্রসঙ্গে গত ৭ জুলাই ১৯৯১ তারিখের চট্টগ্রামের দৈনিক পূর্বকোণ-এ প্রকাশিত একটি সংবাদের প্রতি লক্ষ্য করা যাক। শিরোনাম 'এস-এস-সি পরীক্ষার প্রায় সব বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস।' পত্রিকাটির নাজিরহাট সংবাদদাতা জানাচ্ছেনঃ 'আজ (রবিবার) অনুষ্ঠাতব্য এস-এস-সি পরীক্ষার অংক প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেছে। গতকাল (শনিবার) বিকেল ৫টা থেকে হাতে লেখা এসব প্রশ্নপত্র নাজিরহাট বাজারের একটি লাইব্রেরী এবং অন্য একটি ফটোস্ট্যাট দোকানে ২শ'/৩শ' টাকা করে বিক্রি হয়েছে। এসব প্রশ্নপত্র কেনার জন্য শত শত ছাত্র ভীড় জমায়। অনেক অভিভাবকও এসব প্রশ্ন ক্রয় করে নিয়ে যায়। পাটিগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি অংশ প্রশ্নপত্রে আছে। উক্ত ২টি ফটোস্ট্যাট দোকানে প্রায় ৫০ হাজার টাকার প্রশ্নপত্র বিক্রি হয়েছে। এ ব্যাপারে নাজিরহাট বিট পুলিশকে জানানো হলে সুবেদার জহীরের নেতৃত্বে একদল পুলিশ উক্ত লাইব্রেরীতে আসলে লাইব্রেরী (ফটোস্ট্যাট) মালিক পুলিশ দলের প্রতি খারাপ ব্যবহার করে। বিট পুলিশ ঘটনা ফটিকছড়ি থানাকে জানায়। 'ফটিকছড়ি থানার সাথে যোগাযোগ করা হলে পুলিশ এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন এবং ত্বরিৎ ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান।' ইত্যাদি।

চমৎকার ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণের ফিরিস্তিটি। এ পর্যায়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের কর্মতৎপরতার ওপর কোনো মন্তব্য করার অবকাশই দেখি না তো! বিকেল ৫টা থেকে পত্রিকার নৈশ শিফটের সাংবাদিক যখন সংবাদ তথ্যটি লিপিবদ্ধ করেন, তখন পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের খবর পাওয়া যায়নি। যেমনটি খবর পাওয়া যায়নি ১৯৯০ সালে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অপরাধীদের বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তি বিধানের। যে অপকর্মের অর্থ প্রাপ্তিযোগ আছে, এবং অথচ নেই কোনো উচিৎ সাজা, তাতে উত্তরোত্তর উৎসাহ বৃদ্ধিই তো স্বাভাবিক। গুরুজনের কাছে প্রশ্রয় প্রাপ্ত পেন্সিল চোর। বালকটি কালক্রমে সিঁদেল চোর হবে, এতে সন্দেহ কি!

বোর্ড কর্তৃক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং সমীক্ষণ, সরকারী মুদ্রণালয়ে প্রশ্নপত্র মুদ্রণান্তে জেলা ট্রেজারীর নিরাপদ হেফাজতে সংরক্ষণ এবং যথাসময়ে জেলা প্রশাসকের বরাবরে প্রেরণের যে বিধিবদ্ধ নিয়ম প্রচলিত রয়েছে, তাতে 'সর্ষের মধ্যে ভূত'-এর প্রাদুর্ভাব ছাড়া প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার কোনো কারণই নেই। তবে কোনো পর্যায়েই বোর্ডের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পক্ষে প্রশ্নপত্রের বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষ করার সুযোগ নেই বলেই অনুমিত। তবু 'যতো দোষ নন্দ ঘোষ'- দায়ভাগ বোর্ডের ওপরেই বর্তায়। অবশ্য দায়ী যে-ই হোক, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ফলে উদ্ভূদ বিরূপ পরিস্থিতিতে পরীক্ষা বাতিল বা স্থগিত করা এবং পরবর্তীতে আবারও পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণের যাবতীয় বিড়ম্বনা তো বোর্ডকেই পোহাতে হয়।

এবারে কিন্তু এ ক্ষেত্রে কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষের কিছু পূর্ব-সতর্কতার প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। পূর্ববর্তী বছরগুলোতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের তদন্তানুষ্ঠান-সূত্রে দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেয়া হলেও, সেই সূত্র ধরে বোর্ড প্রশাসনে রদবদল করা হয়েছিল। বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ আবদুল আজিজের নিয়োগও সেই সুবাদেই। স্বভাবতই বর্তমান চেয়ারম্যান পূর্ব সতর্কতা হিসেবে গত এপ্রিল মাসে সকল জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। ৮ এপ্রিল ১৯৯১ তারিখের পত্রে চেয়ারম্যান দাবী করেন, 'বোর্ডের সৃষ্টি লগ্ন হইতে অদ্যাবধি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মুদ্রণ ও জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির নিকট প্রশ্নপত্রের ট্রাঙ্ক বিতরণ পর্যায়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটে নাই।' তবু সতর্কতার জন্যে পত্রে তিনি কিছু প্রস্তাব দেন। ২৪ এপ্রিল ১৯৯১ তারিখে চট্টগ্রামের এস-পি (ডি-এস-বি) কে লেখা উপানুষ্ঠানিক পত্র সংখ্যা ৫৭ (১০)-এ চেয়ারম্যান লিখেছেনঃ '(১৯৯০ সনে) প্রশ্নপত্রের ফাঁসের তৎপরতায় লিপ্ত থাকিয়া যে সমস্ত দুষ্কৃতকারী পরীক্ষার্থীগণকে প্রতারিত করিয়া বিপুল পরিমাণের অর্থ রোজগার করিয়াছে, তাহাদেরকে অপকর্মের অপরাধে বিচারের সম্মুখীন হইতে হয় নাই। এমনকি তাহাদের গায়ে এতটুকু আঁচড়ও লাগে নাই। ফলে দুষ্কৃতকারীগণ এই লোভ হইতে নিবৃত্ত থাকিবে, এই আশা করা যায় না। তাহারা এইবারও ২রা মে ১৯৯১ ইং তারিখ হইতে অনুষ্ঠাতব্য মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিয়া অপতৎপরতার পুনরাবৃত্তিতে মাতিয়া উঠিতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।

এই পর্যায়ে চেয়ারম্যান তাঁর পত্রে ১৯৮০ সালের পরীক্ষা আইনের '৪ (ক ও খ)' ধারার অধীনে প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব রটানোর কাজে লিপ্ত ব্যক্তিসহ প্রশ্নপত্র ফাঁসের যে কোনো প্রকার তৎপরতায় লিপ্ত ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেফতার করে বিচারের জন্যে সোপর্দ করার উদ্যোগ গ্রহণের জন্যে অনুরোধ জানান। তদানিন্তন শিক্ষা সচিব কাজী জালাল আহমদ স্বাক্ষরিত '১৯৮০ সনের ৪২ নং আইনঃ পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত অপরাধের শাস্তি বিধানকল্পে প্রণীত আইন'-এর ঐ ধারায় বলা হয়েছেঃ

'৪। পাবলিক পরীক্ষা শুরু হইবার পূর্বে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের প্রকাশন বা বিতরণ, যিনি কোন পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বেঃ-

ক) এইরূপ পরীক্ষার জন্য প্রণীত কোন প্রশ্ন সম্বলিত কোন কাগজ, অথবা

খ) এইরূপ পরীক্ষার জন্য প্রণীত হইয়াছে বলিয়া মিথ্যা ধারণাদায়ক কোন প্রশ্ন সম্বলিত কাগজ কিংবা এইরূপ পরীক্ষার জন্য প্রণীত প্রশ্নের সহিত হুবহু মিল রহিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবার অভিপ্রায়ে লিখিত কোন প্রশ্ন সম্বলিত কাগজ যে কোন উপায়ে ফাঁস প্রকাশ বা বিতরণ করেন, তিনি চার বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডীয় হইবেন।'

এদিকে (২১ জুলাই ১৯৯১) 'আজকের কাগজ'-এ প্রকাশিত একটি সংবাদ-তথ্য হচ্ছে, সরকার শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন ও প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে কঠোর ব্যবস্থা নেবেন। যে সব ছাত্র-ছাত্রীর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হবে, তারা পাঁচ বছরের জন্যে পরীক্ষায় অংশ নেবার অধিকার হারাবে। সেই সঙ্গে তাদের দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হবে। এছাড়া দোষী ছাত্রছাত্রীরা কোনো সরকারী চাকুরী পাবে না। কোনো পরিদর্শকের বিরুদ্ধে যদি পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনে সাহায্য করার অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তবে দোষী পরিদর্শককে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হবে এবং দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হবে।

অপ্রিয় হলেও সত্য, আইন কখনো কখনো নিতান্তই 'কাগজে বাঘ' 'যতো গর্জে ততো বর্ষে না।' অহরহই আমাদের জীবন-চত্বরে 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।'

> অবিকল যেমনটি আমরা ধর্মাধর্মের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার অনুশীলনে অসহিষ্ণু, তেমনি বিধি-বিধানের প্রয়োগের ক্ষেত্রেও আমাদের নিরপেক্ষতা রক্ষার উল্লেখযোগ্য অবদান নেই। আত্মপক্ষ প্রতিষ্ঠার খাতিরে যতোটা, পরার্থে কিংবা সর্বজনীন কল্যাণের লক্ষ্যে আমরা কি ততোটা নৈতিকতা রক্ষা করি? নিজের দলমত আর প্রাধান্য নিয়েই আমাদের যাবতীয় তৎপরতা। মাটি আর মানুষ যাক উচ্ছন্নে। এস-এস-সি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হলো, পরীক্ষা বাতিল হলো। এক লক্ষ ত্রিশ হাজার তরুণের বিদ্যাশিক্ষার ধারাবাহিকতায় হলো অশনিপাত।

অবিকল যেমনটি আমরা ধর্মাধর্মের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার অনুশীলনে অসহিষ্ণু, তেমনি বিধি-বিধানের প্রয়োগের ক্ষেত্রেও আমাদের নিরপেক্ষতা রক্ষার উল্লেখযোগ্য অবদান নেই। আত্মপক্ষ প্রতিষ্ঠার খাতিরে যতোটা, পরার্থে কিংবা সর্বজনীন কল্যাণের লক্ষ্যে আমরা কি ততোটা নৈতিকতা রক্ষা করি? নিজের দলমত আর প্রাধান্য নিয়েই আমাদের যাবতীয় তৎপরতা। মাটি আর মানুষ যাক উচ্ছন্নে। এস-এস-সি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হলো, পরীক্ষা বাতিল হলো। এক লক্ষ ত্রিশ হাজার তরুণের বিদ্যাশিক্ষার ধারাবাহিকতায় হলো অশনিপাত। সেই গতানুগতিক তদন্ত এবং 'উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে' ফেঁসে যাবে কোনো মহল। কিন্তু প্রকৃত অপরাধীরা কালো টাকার ভানুমতির খেল দেখিয়ে আইনের পাশ কাটিয়ে যাবে। তারপর প্রস্তুতি নিতে থাকবে আরেক সর্বনাশা পৌষের প্রতীক্ষায়, একই অপকর্মের পুনরাবৃত্তির জন্যে।

নাজিরহাটের সংবাদদাতা অনেক অভিভাবককেও দেখেছেন ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র ক্রয় করে নিয়ে যেতে। হ্যাঁ, গত বছরেই একজন কাস্টম ইন্‌স্‌পেক্টর মামাকে দেখেছিলাম তাঁর বড়ো ভাগ্‌নেকে শাসাতে, কেন সে পুলিশ গার্ডকে কিছু টাকা দিয়ে পরীক্ষার্থী ছোট বোনকে, তথা নিজের আদরের ভাগ্‌নেয়ীকে নকল সরবরাহের চেষ্টা করলো না! পরে খবর পেয়েছিলাম, সেই মামার ভাগ্‌নেয়ীটি আদৌ পাশ করেনি।

দেশের মানুষ-যারা অভিভাবকত্বে আছেন, যারা প্রশাসকত্বে আছেন, নৈতিকতার লোম বাছতে গেলেই কম্বল উজাড় ফার্সি ভাষার একটি বয়াৎ মনে পড়ছেঃ

'গোরবা আমীর ছাগে উজীর
মুওশে দরবী মিকুনাদ
ইছুনি আরকানে দওলৎ
মুল্‌কে রা বিরাকুনাদ।'
অর্থাৎ, সারমেয়-মার্জার-মূশিক অধ্যুষিত
প্রাসাদের ধ্বস অবিসংবাদিত।

বেলাল মোহাম্মদ : কবি ও প্রাবন্ধিক। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম সংগঠক।